দন্ডবিধি আইন-১৮৬০ সালের ৪৫নং আইন

১৯.	ধারা-৪৪	
২০.	ধারা	
২১		
১.	ধারা-২১	ব্যক্তিঃ- ব্যক্তি বলিতে সমিতিভূক্ত হউক বা না হউক, যে কোন কোম্পানী বা সমিতি বা ব্যক্তি সংস্থা ও বুঝাইবে।
২.	ধারা-১২	জনগনঃ- জনগন বলিতে যে কোন শ্রেণীর জনগন বা সম্প্রদায় বুঝাইবে।
৩.	ধারা-১৭	সরকারঃ- "সরকার" বলিতে বাংলাদেশ বা উহার কোন অংশে কার্য নির্বাহী সরকার পরিচালনা করিবার জন্য আইন বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গকে বুঝাইবে।
৪.	ধারা-২১	সরকারী কর্মচারী ঃ- সরকারী কর্মচারী বলতে আমরা বুঝি, যিনি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্তি বা বেতনভোগী বা কোন সরকারী কর্তব্য সম্পাদন বাবদ পারিশ্রমিক গ্রহনকারী ব্যক্তিকে বুঝাবে।
৫.	ধারা-২২	অস্থাবর সম্পত্তি ঃ- "অস্থাবর সম্পত্তি" বলিতে ভূমি এবং ভূমির সহিত স্থায়ীভাবে যুক্ত বস্তু ব্যতীত অন্য যে কোন ধরনের পার্থিব বা বাস্তব সম্পত্তিকে বুঝাবে।
৬.	ধারা-২৩	অবৈধ লাভ বা অন্যায় লাভ/অন্যায় ক্ষতি ঃ- যে সম্পত্তি আইনত লভ্য নয় বা যে সম্পত্তিতে লাভকারী ব্যক্তির কোন আইনানুগ অধিকার নাই, সে সম্পত্তি বে-আইনীভাবে লাভ করাকে অন্যায় লাভ বলা হয়। এবং "অন্যায় ক্ষতি" বলিতে কোন সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির আইনগত অধিকার আছে, বে-আইনীভাবে উক্ত সম্পত্তির ক্ষতি হলে তাকে অন্যায় ক্ষতি বলা হয়।
৭.	ধারা-২৪	অসাধুভাবে ঃ- কোন ব্যক্তি কারও অন্যায়ভাবে লাভ ঘটাবার বা অপর কারও ক্ষতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে কিছু করলে উক্ত ব্যক্তি তা অসাধুভাবে করেছে বলে গণ্য হবে।
৮.	ধারা-২৫	প্রতারনামূলভাবে ঃ- কোন ব্যক্তি প্রতারনা করার উদ্দেশ্যে কোন কিছু করলে উক্ত কাজ প্রতারনামূলক ভাবে করেছে বলে গণ্য হবে।
৯.	ধারা-২৬	বিশ্বাস করিবার কারণ ঃ- কোন ব্যক্তির কোন কিছু বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারন থাকিলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কিছু বিশ্বাস করিবার কারণ, রহিয়াছে বলিয়া গন্য হইবে
১০.	ধারা-২৭	স্ত্রী, কেরানী বা চাকরের অধিকারভুক্ত সম্পত্তিঃ- কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহার স্ত্রী, কেরানী বা ভৃত্যের অধিকারে থাকিলে উক্ত সম্পত্তি এই বিধির তাৎপর্যাধীন উক্ত ব্যক্তির রহিয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।
১১.	ধারা-২৮	নকল করন ঃ- কোন ব্যক্তি সদৃশ্যতার সাহায্যে ভ্রান্তি উৎপাদনের অভিপ্রায়ে এক বস্তুকে অন্য কোন বস্তুর সদৃশ করিলে সে নকল বা জাল করিয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।
১২.	ধারা-২৯	দলিল ঃ- দলিল বলিতে কোন বস্তুর উপর ব্যক্ত বা বিবৃত যে কোন বিষয় বুঝায় যা উক্ত বস্তুর প্রমাণ রূপে ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।
১৩.	ধারা-৩০	মূল্যবান জামানত ঃ- মূল্যবান জামানত বলিতে এমন একটি দলিল বুঝায় যা কোন আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সম্প্রসারিত, হস্তান্তরিত, সীমিত বা বিলুপ্ত করা হয় বা তার কোন বিশেষ আইনানুগ অধিকার নেই।
১৪.	ধারা-৩৪	উইল ঃ- উইল বলিতে যে কোন অসিয়ত মূলক দলিল বুঝাইবে।
১৫.	ধারা-৩৪	কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সকলের একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কৃত কোন অপরাধমূলক কার্য সম্পাদিত হয় তখন অনুরুপ ব্যক্তিগনের প্রত্যেকে উক্ত কাজের জন্য সমান অপরাধী হবে।
১৬.	ধারা-৩৯	যে মাধ্যমের সাহায্যে কোন কার্য অনুষ্ঠান অভিপ্রেত হইয়াছিল সে ব্যক্তি সেচ্ছাকৃত ভাবে উক্ত কার্য অনুষ্ঠান করে বলে গন্য হইবে।
১৭.	ধারা-৪০ ফৌঃ কাঃ ৪(ণ)	অপরাধঃ- সাধারনতঃ প্রচলিত রীতিনীতির পরিপন্থী কাজকে অপরাধ বলা হয়। ফৌজধারী কার্যবিধি আইনের ৪(ণ) ধারানুযায়ী কোন কাজ করলে বা না করিলে আইনে শাস্তির বিধান রহিয়াছে তাকে অপরাধ বলে।
১৮.	ধারা-৪১ ধারা-৪২	বিশেষ আইন বলিতে কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য আইন। যে আইন বাংলাদেশের কোন বিশেষ এলাকায় চালু থাকে তাকে স্থানীয় আইন বলে। যেমন- ডিএমপি আইন, বন্দর আইন।

১৯.	ধারা-৪৪	ক্ষতি ঃ- কোন ব্যক্তির দেহ মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি অবৈধভাবেকৃত করাকে ক্ষতি বলা হয়।
২০.	ধারা-৫০	ধারা ঃ- ধারা বলিতে দঃ বিঃ আইনের যে কোন পরিচ্ছেদের অংশ সমূহের এক একটি ধারা বলা হয়।
২১.	ধারা-৫১	হলফ ঃ- হলফ বলিতে আইন বলে অনুমোদিত কোন পবিত্র প্রতিজ্ঞা যা কোন কর্মচারীর সম্মুখে গ্রহনীয় বা প্রমানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে কোন ঘোষনাকে বুঝাইবে।
২২.	ধারা-৫২	সদবিশ্বাস বা সরল বিশ্বাসঃ- যথাযথ সতর্কতা ও উপর্যুক্ত মনোযোগ সহকারে যা করা হয় তা সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে বলা হয়।
২৩.	ধারা-৫২(ক)	আশ্রয় ঃ- গ্রেফতার এড়াইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে আশ্রয়, খাদ্য পানীয়, অর্থ, কাপড় চোপড় অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করাকে আশ্রয়দান বলা হয়।
২৪.	ধারা-৫৩	দন্ড ঃ- দন্ড বলিতে আমরা বুঝি সাক্ষ্য প্রমান শেষে আদালত কর্তৃক আরোপিত দন্ড বা শাস্তিকে বুঝাইবে। দন্ড ০৫ প্রকার যথা-মৃত্যু দন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, কারাবাস, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করন এবং অর্থ দন্ড বা জরিমানা।
২৫.	ধারা-৭৩	নির্জন কারাবাস ঃ-
২৬.	ধারা-৭৫	পূর্ববর্তী দন্ডের পরে অত্র আইনের ১২শ বা ১৭শ পরিচ্ছেদের অধীনে অপরাধ করলে অপরাধীকে তখন বর্ধিত দন্ড প্রদান করা হয়।
২৭.	ধারা-৭৬	আইন বলে বাধ্য বা তথ্যের ভুল ধারণা বসত নিজেকে আইন বলে বাধ্য বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য অপরাধ নয়।
২৮.	ধারা-৭৯	আইন সমর্থিত বা ভুল ধারণা বসত নিজেকে সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কার্য।
২৯.	ধারা-৮০	আইনানুক কার্য সম্পাদনকালে দূর্ঘটনা।
৩০.	ধারা-৮১	সম্ভাব্য ক্ষতিকারক কার্য, কিন্তু অপরাধমূলক অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং অন্যবিধ ক্ষতি নিবারনকল্পে সম্পাদিত কার্য।
৩১.	ধারা-৮২	সাত বছরের কম বয়স্ক কোন শিশুর কার্য অপরাধ হবে না।
৩২.	ধারা-৮৩	সাত বছরের অধিক বার বছরের কম বয়স্ক অপরিনত বোধশক্তি সম্পন্ন শিশুর কার্য অপরাধ হবে না।
৩৩.	ধারা-৮৪	অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কর্তৃক কোন কাজ অপরাধ নয়।
৩৪.	ধারা-৮৫	অনিচ্ছাকৃত প্রমত্ততার কারনে বিচার শক্তি রহিত ব্যক্তির কার্য অপরাধ হবে না।
৩৫.	ধারা-৮৬	যে কাজের জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন রহিয়াছে উন্মত ব্যক্তি কর্তৃক সেই অপরাধ অনুষ্ঠান।
৩৬.	ধারা-৮৭	মৃত্যু বা গুরতর আঘাত ঘটাইবার অভিপ্রেত নহে এবং অনুরুপ সম্ভবনাপূর্ন বলিয়া অজ্ঞাত কার্য সম্মতি সহকারে সম্পদান করা।
৩৭.	ধারা-৮৮	মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রেত নহে এমন কার্য ব্যক্তি বিশেষের উপকারার্থ সদবিশ্বাসে সম্মতি সহকারে সম্পাদন।
৩৮.	ধারা-৮৯	অবিভাবক কর্তৃক বা তাহার সম্মতি ক্রমে শিশু বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদবিশ্বাসে কৃত কার্য।
৩৯.	ধারা-৯০	ভীতি বা ভ্রান্ত ধারণার অধীন দেওয়া বলিয়া বিধিত সম্মতি।
৪০.	ধারা-৯১	যে সকল কার্য সাধিত বা ক্ষতি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অপরাধ বলিয়া গন্য, সে সকল কার্য বর্জন।
৪১.	ধারা-৯২	সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মঙ্গলার্থে সদবিশ্বাসে কৃত কার্য অপরাধ হবে না।
৪২.	ধারা-৯৩	সদবিশ্বাসে কৃত যোগাযোগ অপরাধ হবে না।
৪৩.	ধারা-৯৪	যে কাজ করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করে বাধ্য করা হয়।
৪৪.	ধারা-৯৫	সামান্য ক্ষতিকারক কার্য অপরাধ হবে না।
৪৫.	ধারা-৯৬	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার প্রয়োগকালে কোন কিছুই অপরাধ হবে না।

	ধারা-৯৮	অপ্রকৃতিস্থ ইত্যাদি ব্যক্তি কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার থাকবে।
৪৮.	ধারা-৯৯	যেসব কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার অধিকার নেই।
৪৯.	ধারা-১০০	যে ক্ষেত্রে দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।
৫০.	ধারা-১০১	যেক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য যেকোন ক্ষতির প্রতি প্রযোয্য হইবে।
৫১.	ধারা-১০২	দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার আরম্ভ ও স্থিতিকাল।
৫২.	ধারা-১০৩	যে ক্ষেত্রে সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রতিরক্ষা অধিকার মৃত্যু ঘটাইবার ক্ষেত্রে প্রযোয্য হইবে।
৫৩.	ধারা-১০৪	যেক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য যেকোন ক্ষতির প্রতি প্রযোয্য হইবে।
৫৪.	ধারা-১০৫	সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার আরম্ভ ও স্থিতিকাল।
৫৫.	ধারা-১০৬	নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিসাধিত হইবার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মারাত্মক আক্রমনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার।
৫৬.	ধারা-১০৭	প্ররোচনাঃ- যদি কোন অপর কোর ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের জন্য সহায়তা করে, পরামর্শ দেয় বা উস্কানি দেয় কিংবা ষড়যন্ত্র করে বা কার্যবিরতির দ্বারা অপরাধ সংঘটনের পথ সুগাম করে তাকে প্ররোচনা বলে।
৫৭.	ধারা-১০৮(ক)	দুস্কর্মে সহায়তাকারী ঃ- বাংলাদেশে, বাংলাদেশের বাহিরে অপরাধ সমূহের সহায়তা দান।
৫৮.	ধারা-১০৯	প্ররোচনার শাস্তি।
৫৯.	ধারা-১১০	সহায়তাকৃত ব্যক্তি সহায়তার কারীর অভিপ্রায় হইতে কার্য করিবার ভিন্ন অভিপ্রায়ে কার্য করিবার ক্ষেত্রে সহায়তার শাস্তি।
৬০.	ধারা-১১১	সহায়তাকৃত ব্যক্তি সহায়তার কারীর অভিপ্রায় হইতে কার্য করিবার ভিন্ন অভিপ্রায়ে কার্য করিবার ক্ষেত্রে সহায়তা কারীর দায়িত্ব।
৬১.	ধারা-১১৩	সহায়তাকৃত কার্যের কারনে দুস্কর্মে কর্মে সহায়তাকারী কর্তৃক অভিপ্রেত পরিনতি হইতে ভিন্ন পরিনতির ক্ষেত্রে দুস্কর্মে সহায়তা কারীর দায়িত্ব।
৬২.	ধারা-১১৪	অপরাধ সংঘটন কালে সহায়তাকারী উপস্থিত থাকলে অপরাধ করেছে বলে গণ্য হইবে।
৬৩.	ধারা-১১৫	মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধে সহায়তা করন; অপরাধ অনুষ্ঠিত না হইবার ক্ষেত্রে।
৬৪.	ধারা-১১৬	কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ সহায়তা করনের ফলে অপরাধটি অনুষ্ঠিত না হইবার ক্ষেত্রে।
৬৫.	ধারা-১১৭	জনসাধারন বা দশের অধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করন।
৬৬.	ধারা-১১৮	মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র গোপন করন।
৬৭.	ধারা-১১৯	সরকারী কর্মচারী কর্তৃক এমন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র গোপন করন যাহা নিবারন করা তাহার কর্তব্য।
৬৮.	ধারা-১২০	কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র গোপন করন।
৬৯.	ধারা-১২০(ক) ধারা-১২০(খ)	অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা। অপরাধ মূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি।
৭০.	ধারা-১২১	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা বা যুদ্ধ ঘোষনার উদ্যোগ করা বা সহায়তা করা।
৭১.	ধারা-১২১(ক)	১২১ ধারা অপরাধ সমূহ অনুষ্ঠানের ষড়যন্ত্র করা।
৭২.	ধারা-১২৪	কোন আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগে বাধ্য করিবার বা বাধাদান করিবার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিকে আক্রমন করন।
৭৩.	ধারা-১২৪(ক)	রাষ্ট্রদ্রোহ ঃ- যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলির দ্বারা আইন বলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃনা, বিদ্বেষ কিংবা অনানুগত্য ও সর্ব প্রকার শত্রুতা করে সেই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলা হয়।
৭৪.	ধারা-১২৮	সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে রাজবন্দী বা যুদ্ধ বন্দীকে পালিয়ে যেতে দেওয়ার শাস্তি
৭৫.	ধারা-১২৯	সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অবহেলা পূর্বক রাজবন্দী বা যুদ্ধ বন্দীকে পালিয়ে যেতে দেওয়ার শাস্তি

৭৬.	ধারা-১৩০	রাজবন্দী বা যুদ্ধ বন্দীকে পলায়নে সাহায্য করা, উদ্ধার করা বা আশ্রয় দান করা।
৭৭.	ধারা-১৩৫	সামরিক বাহিনী হইতে পলায়নে সহায়তা করন।
৭৮.	ধারা-১৩৬	সামরিক বাহিনী হইতে পলাতককে আশ্রয়দান করন।
৭৯.	ধারা-১৪০	সামরিক বাহিনীর পোষাক পরিধান করা বা প্রতীক ধারন করার শাস্তি।
৮০.	ধারা-১৪৩	বে-আইনী সমাবেশের সংজ্ঞাঃ-পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি জনসাধারনের কোন স্থানে একত্রিত হয়ে রাষ্ট্র বিরোধী বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে শান্তি ভংগের কোন কাজ করে তবে তাকে বেআইনী সমাবেশ বলে।
৮১.	ধারা-১৪২	বে-আইনী সমাবেশের সদস্য হওয়া ঃ-
৮২.	ধারা-১৪৩	বে-আইনী সমাবেশের সদস্য হওয়ার শাস্তি।
৮৩.	ধারা-১৪৪	মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বে-আইনী সমাবেশে যোগদান করার শাস্তি।
৮৪.	ধারা-১৪৫	কোন বে-আইনী সমাবেশ ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও জানিয়া উহাতে যোগদান বা তথায় অবস্থান করার শাস্তি।
৮৫.	ধারা-১৪৬	দাঙ্গার সংজ্ঞা।
৮৬.	ধারা-১৪৮	দাঙ্গা করার শাস্তি।
৮৭.	ধারা-১৪৮	মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করার শাস্তি।
৮৮.	ধারা-১৪৯	সাধারন উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বে-আইনী সমাবেশে যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হবেন।
৮৯.	ধারা-১৫০	ভাড়াটিয়া হওয়া এবং ভাড়া করার শাস্তি।
৯০.	ধারা-১৫১	বেআইনী সমাবেশ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে জানিয়াও উহাতে যোগদান বা তথায় অবস্থান করার শাস্তি।
৯১.	ধারা-১৫২	দাঙ্গা দমন কালে সরকারী কর্মচারীকে আক্রমন বা বাধা দান করা।
৯২.	ধারা-১৫৮	বে-আইনী সমাবেশে বা দাঙ্গায় অংশ গ্রহনের জন্য ভাড়াটিয়া হওয়া।
৯৩.	ধারা-১৫৯	মারামারির সংজ্ঞা- দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে ঝগড়া করে গণশান্তি ভংগ করলে তারা মারামারি করেছে বলে গন্য হবে।
৯৪.	ধারা-১৬০	মারামারি করার শাস্তি।
৯৫.	ধারা-১৬১	সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারী কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতিত অন্যবিধ বখশিশ গ্রহণ।
৯৬.	ধারা-১৬২	অসাধু বা অবৈধ উপায়ে সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বখশিশ গ্রহণ।
৯৭.	ধারা-১৬৩	সরকারী কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য বখশিশ গ্রহণ।
৯৮.	ধারা-১৬৪	যে ১৬২ ও ১৬৩ ধারায় অপরাধসমূহ সহায়তার শাস্তি।
৯৯.	ধারা-১৬৫	বিনা মূল্যে মূল্যেবান বস্তু গ্রহন।
১০০.	ধারা-১৬৫(ক)	যে ১৬১ ও ১৬৫ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ সহায়তা করে সহায়তার ফলে কার্যটি অনুষ্ঠিত না হইলেও উক্ত অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দন্ডে দন্ডিত হইবে।
১০১.	ধারা-১৬৬	কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন কল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য করন।
১০২.	ধারা-১৬৭	ক্ষতি সাধন কল্পে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন।
১০৩.	ধারা-১৬৮	সরকারী কর্মচারী বেআইনী ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ার শাস্তি।
১০৪.	ধারা-১৬৯	সরকারী কর্মচারী বেআইনীভাবে সম্পত্তি ক্রয় করা বা নিলামে দর ডাকার শাস্তি।
১০৫.	ধারা-১৭০	সরকারী কর্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণের শাস্তি।
১০৬.	ধারা-১৭১	প্রতারনা মূলক উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহৃত পোষাক পরিধান করা বা প্রতীক ধারন করার শাস্তি।
১০৭.	ধারা-১৭১ (খ)	ঘুষের সংজ্ঞা ঃ- যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন উপকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে বখশিশ দান করে বা বখশিশ গ্রহণ করে তাহাকে ঘুষ বলে।

[illegible]	ধারা-১৭১ (ঙ)	ঘুষের শাস্তি ঃ-
১০৯.	ধারা-১৭২	সমন জারী করনের বা অন্যবিধ ব্যবস্থা এড়াইবার উদ্দেশ্যে আত্ম গোপন করা ঃ-
১১০.	ধারা-১৭৩	সমন জারী করা বা অন্যবিধ ব্যবস্থা গ্রহনে বাধা সৃষ্টি করা ঃ-
১১১.	ধারা-১৭৪	সরকারী কর্মচারীর আদেশে হাজির না হওয়া।
১১২.	ধারা-১৭৫	সরকারী কর্মচারীর নিকট কোন দলিল পেশ করিতে আইনত বাধ্য হইয়া তাহা পেশ না করার শাস্তি
১১৩.	ধারা-১৭৬	সরকারী কর্মচারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য বাধ্য হইয়াও তাহা না করার শাস্তি ঃ
১১৪.	ধারা-১৭৭	মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করার শাস্তি ঃ
১১৫.	ধারা-১৭৮	হলফ করিয়া মিথ্যা বিবৃতি দান করার শাস্তি ঃ
১১৬.	ধারা-১৭৯	প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করার শাস্তি ঃ
১১৭.	ধারা-১৮০	বিবৃত্তিতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করার শাস্তি ঃ
১১৮.	ধারা-১৮১	হলফ বা শপথ করিয়া মিথ্যা বিবৃতি দান করার শাস্তি ঃ
১১৯.	ধারা-১৮২	অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধন কল্পে সরকারী কর্মচারীকে তাহার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করিবার জন্য মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার শাস্তি ঃ
১২০.	ধারা-১৮৬	সরকারী কর্মচারীকে সরকারী কার্য্য সম্পাদনে বাধাদান করার শাস্তি।
১২১.	ধারা-১৮৭	সাহায্য করার জন্য আইনত বাধ্য থাকা সত্তেও সরকারী কর্মচারীকে সাহায্যে না করার শাস্তি
১২২.	ধারা-১৮৮	সরকারী কর্মচারীর্ক কর্তৃক যথাযথ রুপে জারীকৃত আদেশ অমান্য করার শাস্তি
১২৩.	ধারা-১৮৯	সরকারী কর্মচারীকে ক্ষতি সাধনের হুমকী দেওয়ার শাস্তি।
১২৪.	ধারা-১৯১	মিথ্যা সাক্ষ্য দানের সংজ্ঞা।
১২৫.	ধারা-১৯২	মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করা।
১২৬.	ধারা-১৯৩	মিথ্যা সাক্ষ্য দানের শাস্তি।
১২৭.	ধারা-১৯৪	মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধের অপরাধী করাইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্যদান।
১২৮.	ধারা-১৯৫	যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় করাইবার মতলবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা উদ্ভাবন করা।
১২৯.	ধারা-১৯৬	মিথ্যা বলিয়া বিধিত সাক্ষ্য ব্যবহার করা।
১৩০.	ধারা-২০১	অপরাধীকে গোপন করিবার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য অদৃশ্য করিয়া দেওয়া বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা (লাশ গুম করা)।
১৩১.	ধারা-২০২	তথ্য প্রদানে বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের তথ্য প্রদানের ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি। দ: প্র:১৭৬/[illegible] [illegible]
১৩২.	ধারা-২০৪	দলিল বিনষ্ট করার শাস্তি।
১৩৩.	ধারা-২০৯	অসাধুভাবে আদালতে মিথ্যা দাবি উত্থাপন করার শাস্তি।
১৩৪.	ধারা-২১১	ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ দেওয়ার শাস্তি।
১৩৫.	ধারা-২১২	মৃত্যু দন্ডে দন্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে আশ্রয়দানের শাস্তি।
১৩৬.	ধারা-২১৬	হাজত হইতে পলায়ন করিয়াছে এইরূপ বা যাহার গ্রেফতারের জন্য আদেশ জারী করা হইয়াছে তাহাকে আশ্রয়দানের শাস্তি।
১৩৭.	ধারা-২১৬ (ক)	দস্যু বা ডাকাতকে আশ্রয়দানের শাস্তি।
১৩৮.	ধারা-২২০	বিচারে প্রেরণ করিবার বা আটক রাখিবার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি আইন বিরুদ্ধ কাজ করিতেছে বলিয়া জানা সত্তেও যদি তাহা করে।
	ধারা-২২১	গ্রেফতার করিতে বাধ্য হওয়া সত্তেও ইচ্ছা পূর্বক গ্রেফতার না করার শাস্তি।
১৩৯.	ধারা-২২৩	সরকারী কর্মচারীর অবহেলার দরুন আটক বা হাজত হইতে আসামী পালায়ন করলে শাস্তি।
১৪০.	ধারা-২২৪	কোন ব্যক্তির আইনানুগ গ্রেফতারে তৎকর্তৃক বাধাদান করার শাস্তি।
১৪১.	ধারা-২২৫	অপর ব্যক্তি আইনানুগ গ্রেফতারে বাধা দান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার শাস্তি।
১৪২.	ধারা-২৩০	মুদ্রার সংজ্ঞাঃ-বর্তমানে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত বা অনুরুপ ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র বা সার্বভৌম

		শক্তির কর্তৃত্ব বলে সীলমোহর ও ইস্যুকৃত ধাতব দ্রব্যকে মুদ্রা বলা হয়।
১৪৩.	ধারা-২৬১	মুদ্রা জালকরনের শাস্তি।
১৪৪.	ধারা-২৬২	বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করনের শাস্তি।
১৪৫.	ধারা-২৬৩	মুদ্রা জাল করার যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয়ের শাস্তি।
১৪৬.	ধারা-২৩৪	বাংলাদেশী মুদ্রা জাল করার যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয়ের শাস্তি।
১৪৭.	ধারা-২৩৭	জাল মুদ্রা আমদানী বা রফতানী করার শাস্তি।
১৪৮.	ধারা-২৫৫	সরকারী ষ্টাম্প জাল করার শাস্তি।
১৪৯.	ধারা-২৫৬	সরকারী ষ্টাম্প জাল করার যন্ত্র বা উপাদান দখলে রাখার শাস্তি।
১৫০.	ধারা-২৫৭	সরকারী ষ্টাম্প জাল করার যন্ত্র প্রস্তুত বা বিক্রয়ের শাস্তি।
১৫১.	ধারা-২৬৪	ওজনের জন্য প্রকৃত যন্ত্রের প্রতারনামূলক ব্যবহারের শাস্তি।
১৫২.	ধারা-২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা বা মাপকাঠি প্রতারনামূলক ব্যবহার করার শাস্তি।
১৫৩.	ধারা-২৬৮	গণ-উপদ্রপ ঃ- যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দ্বারা জনসাধারনের কোন ক্ষতি, বিপদ বা বিরক্তির সৃষ্টি করে তাহলে সে গণ-উপদ্রপ করেছে বলে গন্য হবে।
১৫৪.	ধারা-২৬৯	অবহেলাজনিত কার্যের দ্বারা জীবন বিপন্নকারী রোগের সংক্রমন বিস্তার করিবার সম্ভবনা রহিয়াছে এরুপ কার্য।
১৫৫.	ধারা-২৭২	বিক্রয়ের জন্য খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য ভেজাল মিশানোর শাস্তি।
১৫৬.	ধারা-২৭৩	ক্ষতিকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করার শাস্তি।
১৫৭.	ধারা-২৭৪	ভেষজ পদার্থে ভেজাল মিশানোর শাস্তি।
১৫৮.	ধারা-২৭৯	রাজপথে বেপরোয়া গাড়ী চালনা বা অশ্ব চালনার শাস্তি।
১৫৯.	ধারা-২৮২	ভাড়ার জন্য অতিরিক্ত বোঝাইকৃত জাহাজ যোগে লোক বহনের শাস্তি।
১৬০.	ধারা-২৯০	প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত নহে এরুপ ক্ষেত্রে গন-উপদ্রপের শাস্তি।
১৬১.	ধারা-২৯২	অশ্লীল পুস্তক বিক্রয়ের শাস্তি।
১৬২.	ধারা-২৯৩	অল্প বয়স্ক ব্যক্তির নিকট অশ্লীল পুস্তক বিক্রয়ের শাস্তি।
১৬৩.	ধারা-২৯৪	অশ্লীল কার্য ও সঙ্গীত করার শাস্তি।
১৬৪.	ধারা-২৯৪(খ)	বানিজ্য ইত্যাদি উপলক্ষে পুরস্কার প্রদানে প্রস্তাব করার শাস্তি।
১৬৫.	ধারা-২৯৫	কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্মের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপসনালয়ের ক্ষতি সাধন করা বা অপবিত্র করার শাস্তি।
১৬৬.	ধারা-২৯৬	ধর্মীয় সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করার শাস্তি।
১৬৭.	ধারা-২৯৭	গোরস্থান ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ।
১৬৮.	ধারা-২৯৮	ইচ্ছাকৃত ভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার জন্য শব্দ সমূহ ইত্যাদি করার শাস্তি।
১৬৯.	ধারা-২৯৯	অপরাধজনক নরহত্যার সংজ্ঞা- যে ব্যক্তি কারো মৃত্যু ঘটাবার অভিপ্রায়ে কৃত কোন কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটায় সে ব্যক্তি অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধ করে বলে গণ্য হবে।
১৭০.	ধারা-৩০০	খুনের সংজ্ঞা- খুন বলতে আমরা বুঝি যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে, ব্যক্তিগত আক্রোশবশতঃ কিংবা কোন হীন উদ্দেশ্যে চরিতার্থ করার জন্য পূর্ব পরিকল্পিতভাবে উক্ত অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে তাকে খুন বলে।
১৭১.	ধারা-৩০১	যাহার মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা ছিল সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়া নরহত্যা অনুষ্ঠান।
১৭২.	ধারা-৩০২	খুনের শাস্তি।
১৭৩.	ধারা-৩০৩	যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত আসামী কর্তৃক খুনের অপরাধে অপরাধীর শাস্তি।
১৭৪.	ধারা-৩০৪	খুন নয় এমন অপরাধজনক প্রানহানির শাস্তি।

	ধারা-৩০৫	শিশু বা উন্মাত ব্যক্তি আত্মহত্যা সহায়তা করনের শাস্তি।
	ধারা-৩০৬	আত্মহত্যায় সহয়তা করনের শাস্তি।
১৭৯.	ধারা-৩০৭	খুনের চেষ্টার শাস্তি।
১৮০.	ধারা-৩০৮	অপরাধ জনক নরহত্যা অনুষ্ঠানের উদ্দোগের শাস্তি।
১৮১.	ধারা-৩০৯	আত্মহত্যার চেষ্টার শাস্তি।
১৮২.	ধারা-৩১০	ঠগের সংজ্ঞা- যে ব্যক্তি কোন সময় খুন করে বা খুনসহকারে দস্যুতা বা শিশু অপহরনের উদ্দেশ্যে অভ্যাসগতভাবে অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করে তবে সে ব্যক্তিকে ঠগ বলা হয়।
১৮৩.	ধারা-৩১১	ঠগের শাস্তি।
১৮৪.	ধারা-৩১২	নারীর গর্ভপাত করনের শাস্তি।
১৮৫.	ধারা-৩১৩	নারীর সম্মতি ছাড়া গর্ভপাত করনের শাস্তি।
১৮৬.	ধারা-৩১৪	গর্ভপাত করানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজের ফলে নারীর মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি।
১৮৭.	ধারা-৩১৫	শিশুর জীবন্ত ভুমিষ্ট হওয়ার বাধাদান করিবার বা জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কৃতকার্য।
১৮৮.	ধারা-৩১৬	অপরাধ জনক নরহত্যা বলে গন্য কার্যের সাহায্যে জীবন্ত অজাত শিশুর মৃত্যু সংঘটন।
১৮৯.	ধারা-৩১৭	পিতা, মাতা অথবা তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক বার বছরের কম বয়স্ক শিশুর পরিত্যাগ অথবা বর্জনকরনের শাস্তি।
১৯০.	ধারা-৩১৮	মৃত দেহের গোপন ব্যবস্থার সাহায্যে জন্ম গোপন করন।
১৯১.	ধারা-৩১৯	আঘাতের সংজ্ঞা- যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির দৈহিক যন্ত্রনা ব্যাধি বা অপরাগতা ঘটায় তবে তাকে আঘাত বলে।
১৯২.	ধারা-৩২০	গুরুতর আঘাত।
১৯৩.	ধারা-৩২১	স্বেচ্ছকৃতভাবে আঘাত দান করা।
১৯৪.	ধারা-৩২২	স্বেচ্ছকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দান করা।
১৯৫.	ধারা-৩২৩	সেচ্ছকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি।
১৯৬.	ধারা-৩২৪	সেচ্ছকৃতভাবে মারাত্নক অস্ত্র বা অন্যকোন মাধ্যমের সাহায্যে আঘাত দানের শাস্তি।
১৯৭.	ধারা-৩২৫	সেচ্ছকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানের শাস্তি।
১৯৮.	ধারা-৩২৬	সেচ্ছকৃতভাবে মারাত্নক অস্ত্র বা অন্যকোন মাধ্যমের সাহায্যে গুরুতর আঘাত দানের শাস্তি।
১৯৯.	ধারা-৩২৬(ক)	সেচ্ছকৃতভাবে চোখ উপড়াইয়া বা এসিড নিক্ষেপ বা এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা দৃষ্টিশক্তি মুখ মন্ডল বা মস্তক বিকৃত করন।
২০০.	ধারা-৩২৭	বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনাইয়া লওয়া বা কোন অবৈধ কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান করা।
২০১.	ধারা-৩২৮	কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য বিষ ইত্যাদি প্রয়োগে মাধ্যমে আঘাত দান করার শাস্তি।
২০২.	ধারা-৩২৯	বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনাইয়া লওয়া বা কোন অবৈধ কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান করা।
২০৩.	ধারা-৩৩০	বলপূর্বক অপরাধ স্বীকারোক্তি আদায় করা বা সম্পত্তি প্রত্যর্পনে বাধ্য করিবার জন্য সেচ্ছকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি।
২০৪.	ধারা-৩৩১	বলপূর্বক অপরাধ স্বীকারোক্তি আদায় করা বা সম্পত্তি প্রত্যর্পনে বাধ্য করিবার জন্য সেচ্ছকৃতভাবে গুরতর আঘাত দানের শাস্তি।
২০৫.	ধারা-৩৩২	সরকারী কর্মচারী তার কর্তব্য পালনে বাধা দান করার নিমিত্তে সেচ্ছকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি।
২০৬.	ধারা-৩৩৩	সরকারী কর্মচারী তার কর্তব্য পালনে বাধা দান করার নিমিত্তে সেচ্ছকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানের শাস্তি।
২০৭.	ধারা-৩৩৪	উত্তেজনাবশত ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি।

২০৮.	ধারা-৩৩৫	উত্তেজনাবশত ইচ্ছাকৃতভাবে গুরতর আঘাত দানের শাস্তি ।
২০৯.	ধারা-৩৩৮(ক)	গণপথে বেপরোয়া যান বা অশ্ব চালনা করিয়া গুরুতর আঘাতদানের শাস্তি ।
২১০.	ধারা-৩৩৯	অন্যায় নিয়ন্ত্রন বা অবৈধ বাধা ।
২১১.	ধারা-৩৪০	অন্যায় আটক বা অবৈধ অবরোধ ।
২১২.	ধারা-৩৪১	অবৈধ বাধা দানের শাস্তি ।
২১৩.	ধারা-৩৪২	অবৈধ অবরোধের শাস্তি ।
২১৪.	ধারা-৩৪৩	তিন বা ততোধিক দিবসের জন্য অবৈধ অবরোধের শাস্তি ।
২১৫.	ধারা-৩৪৪	দশ বা ততোধিক দিবসের জন্য অবৈধ অবরোধের শাস্তি ।
২১৬.	ধারা-৩৪৬	গোপনে অবৈধ অবরোধের শাস্তি ।
২১৭.	ধারা-৩৪৭	বল পূর্বক সম্পত্তি ছিনাইয়া লইবার বা অবৈধ কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য অবৈধ অবরোধের শাস্তি ।
২১৮.	ধারা-৩৪৮	স্বীকারোক্তি আদায় করিবার বা সম্পত্তি প্রত্যার্পন করিতে বাধ্য করিবার জন্য অবৈধ অবরোধের শাস্তি ।
২১৯.	ধারা-৩৪৯	যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বল প্রয়োগ করে গতিশীল করায়, গতি পরিবর্তন করায় বা গতি রোধ করায় কিংবা উক্ত অপর ব্যক্তির অনুভূতিকে প্রভাবিত করে তবে তাহা বল প্রয়োগ করে বলে গন্য হইবে ।
২২০.	ধারা-৩৫০	অপরাধ মূলক বল প্রয়োগঃ-
২২১.	ধারা-৩৫১	আক্রমনঃ- যদি কোন ব্যক্তি আক্রমনের উদ্দেশ্যে এমন কোন অঙ্গভঙ্গি করে বা প্রস্তুতি লয় যাতে উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে ভয় হয় তবে তাহাকে আক্রমন বলা হয় ।
২২২.	ধারা-৩৫২	অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের শাস্তি ।
২২৩.	ধারা-৩৫৩	সরকারী কর্মচারীকে কর্তব্য পালনে বাধাদানের নিমিত্তে আক্রমন ও অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের শাস্তি
২২৪.	ধারা-৩৫৪	নারীর শালীনতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের শাস্তি ।
২২৫.	ধারা-৩৫৯	মনুষ্য হরনের সংজ্ঞা ঃ-
২২৬.	ধারা-৩৬০	বাংলাদেশ হইতে মনুষ্য হরনঃ-
২২৭.	ধারা-৩৬১	আইনানুক অভিভাবক হইতে মনুষ্য হরণ সংজ্ঞা- কোন অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলে মেয়েকে যদি কোন ব্যক্তি তাদের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় তবে তাকে অপহরন বলে ।
২২৮.	ধারা-৩৬২	অপহরণের সংজ্ঞা- যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান থেকে গমন করাবার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করে কোন প্রতারনামূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করে সে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অপরহরন করেছে বলে গন্য হবে ।
২২৯.	ধারা-৩৬৩	মনুষ্য অপহরনের শাস্তি
২৩০.	ধারা-৩৬৪	খুন করার উদ্দেশ্যে মনুষ্য হরন বা অপহরনের শাস্তি ।
২৩১.	ধারা-৩৬৪(ক)	১০ বছরে কোন শিশুকে অপহরনের শাস্তি ।
২৩২.	ধারা-৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনভাবে বা অবৈধ ভাবে অবরোধ করার উদ্দেশ্যে অপহরন বা হরন করার শাস্তি ।
২৩৩.	ধারা-৩৬৬	কোর নারীকে বিবাহ করার জন্য বাধ্য করার নিমিত্তে অপহরন বা হরন করার শাস্তি ।
২৩৪.	ধারা-৩৬৬(ক)	অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা সংগ্রহ করন
২৩৫.	ধারা-৩৬৬(খ)	বিদেশ হইতে বালিকা আমদানি করন
২৩৬.	ধারা-৩৭২	বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বিক্রয় করার শাস্তি ।

	ধারা-৩৭৫	ধর্ষণের সংজ্ঞা ।
	ধারা-৩৭৬	ধর্ষণের শাস্তি ।
১.	ধারা-৩৭৭	অস্বাভিক অপরাধসমুহ- প্রকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সহবাস করার শাস্তি ।
২৪২.	ধারা-৩৭৮	চুরির সংজ্ঞা ।
২৪৩.	ধারা-৩৭৯	চুরির শাস্তি ।
২৪৪.	ধারা-৩৮০	বাসগৃহ ইত্যাদি হইতে চুরি ।
২৪৫.	ধারা-৩৮১	কেরানী বা চাকর কর্তৃক চুরি ।
২৪৬.	ধারা-৩৮২	চুরি করিবার উদ্দেশ্যে মৃত্যু ঘটানো, আঘাতদান বা আটকাইবার প্রস্তুতি লওয়ার পর চুরি ।
২৪৭.	ধারা-৩৮৩	বলপূর্বক গ্রহনের সংজ্ঞা-
২৪৮.	ধারা-৩৮৪	বলপূর্বক গ্রহনের শাস্তি ।
২৪৯.	ধারা-৩৮৫	বলপূর্বক কিছু গ্রহনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতির ভয় দেখানো ।
২৫০.	ধারা-৩৮৬	মৃত্যু বা আঘাতের ভয় দেখিয়ে বলপূর্বক গ্রহনের শাস্তি ।
২৫১.	ধারা-৩৮৭	বলপূর্বক কিছু গ্রহনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা মারাত্মক জখমের ভয় দেখানো ।
২৫২.	ধারা-৩৮৮	মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ইত্যাদিতে দন্ডনীয় অপরাধের অভিযোগে ভয় দেখাইয়া বল পূর্বব গ্রহণ ।
২৫৩.	ধারা-৩৮৯	বলপূর্বক কিছু গ্রহনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অপরাধে অভিযুক্ত করিবার ভয় দেখানো ।
২৫৪.	ধারা-৩৯০	যে ক্ষেত্রে চুরি দস্যুতা বলিয়া গণ্য হয়া
২৫৫.	ধারা-৩৯১	ডাকাতির সংজ্ঞা ।
২৫৬.	ধারা-৩৯২	দস্যুতার শাস্তি ।
২৫৭.	ধারা-৩৯৩	দস্যুতা অনুষ্ঠানের উদ্যেগের শাস্তি ।
২৫৮.	ধারা-৩৯৪	দস্যুতা অনুষ্ঠানকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদানের শাস্তি ।
২৫৯.	ধারা-৩৯৫	ডাকাতির শাস্তি ।
২৬০.	ধারা-৩৯৬	খুনসহ ডাকাতির শাস্তি ।
২৬১.	ধারা-৩৯৭	মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত সংঘটনের উদ্দ্যেগ সহকারে দস্যুতা বা ডাকাতির শাস্তি ।
২৬২.	ধারা-৩৯৮	মারাত্নাক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দস্যুতা বা ডাকাতি করার উদ্দ্যেগের শাস্তি ।
২৬৩.	ধারা-৩৯৯	ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহনের শাস্তি ।
২৬৪.	ধারা-৪০০	ডাকাত দলভুক্ত হওয়ার শাস্তি ।
২৬৫.	ধারা-৪০১	চুরদের দলভূক্ত হওয়ার শাস্তি ।
২৬৬.	ধারা-৪০২	ডাকাতির উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার শাস্তি ।
২৬৭.	ধারা-৪০৩	অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্নসাৎকরনের শাস্তি ।
২৬৮.	ধারা-৪০৪	মৃত ব্যক্তি মৃত্যুকালে উহার দখলভুক্ত সম্পক্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করনের শাস্তি ।
২৬৯.	ধারা-৪০৫	অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের সংজ্ঞা-যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার সম্পত্তি বা সম্পত্তির উপ আধিপত্যের ভারপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা নিজের ব্যবহারে পরি করে সে ব্যক্তি অপরাধ মূলক বিশ্বাসভঙ্গ করেছে বলে গন্য হবে ।
২৭০.	ধারা-৪০৬	অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গেও শাস্তিঃ-
২৭১.	ধারা-৪০৭	বাহক বা গুদামরক্ষক প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধমুলক বিশ্বাস ভঙ্গের শাস্তি ।
২৭২.	ধারা-৪০৮	চাকর বা কেরানী কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের শাস্তি ।
২৭৩.	ধারা-৪০৯	সরকারী কর্মচারী বা ব্যাংকার, বনিক বা প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের শাস্তি ।
২৭৪.	ধারা-৪১০	চোরাইমাল ঃ- যে সম্পত্তি চুরি, জোর পূর্বক আদায় বা দস্যুতার ফলে হস্তান্তরিত হইয়াছে সম্পত্তিকে চোরাই মাল বলা হয় ।
২৭৫.	ধারা-৪১১	অসাধুভাবে চোরাইমাল গ্রহণ করা ।
২৭৬.	ধারা-৪১২	ডাকাতির মাধ্যমে চোরাইমাল অসাধুভাবে গ্রহণ করার শাস্তি ।
২৭৭.	ধারা-৪১৩	অভ্যাসগত ভাবে চোরাইমাল বেচাকেনা করার শাস্তি ।

২৭৮.	ধারা-৪১৫	প্রতারনার সংজ্ঞা-
২৭৯.	ধারা-৪১৬	অপরের রূপ ধারন পূর্বক প্রতারনা ।
২৮০.	ধারা-৪১৭	প্রতারনার শাস্তি ।
২৮১.	ধারা-৪১৯	অপরের রূপ ধারন পূর্বক প্রতারনার শাস্তি ।
২৮২.	ধারা-৪২০	প্রতারনা বা সম্পত্তি সমর্পন করিবার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্তি করার শাস্তি ।
২৮৩.	ধারা-৪২৫	অনিষ্টের সংজ্ঞা- যে ব্যক্তি জনসাধারন বা কোন ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি সাধন করার অভিপ্রায়ে কোন সম্পত্তি নষ্ট করে সে ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করেছে বলে গন্য হবে ।
২৮৪.	ধারা-৪২৬	অনিষ্টের শাস্তি ।
২৮৫.	ধারা-৪২৭	৫০ টাকা পরিমান ক্ষতি করিয়া অনিষ্ট সাধন ।
২৮৬.	ধারা-৪২৮	১০ টাকা মুল্যের কোন জন্তু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সাধন ।
২৮৭.	ধারা-৪৩১	সরকারী রাস্তা, পুল, নদী বা খালের ক্ষতি করিয়া অনিষ্ট সাধন ।
২৮৮.	ধারা-৪৩৬	গৃহে অগ্নি সংযোগের সাহায্যে অনিষ্ট করার শাস্তি ।
২৮৯.	ধারা-৪৪০	মৃত্যু বা আঘাত ঘটাইবার প্রস্তুতি গ্রহনের পর অনিষ্ট সাধন করার শাস্তি ।
২৯০.	ধারা-৪৪১	অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ ।
২৯১.	ধারা-৪৪২	অনধিকার গৃহে প্রবেশ ।
২৯২.	ধারা-৪৪৩	সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহে প্রবেশ ।
২৯৩.	ধারা-৪৪৪	রাত্রিবেলায় সঙ্গোপনে অনধিকার গৃহে প্রবেশ ।
২৯৪.	ধারা-৪৪৫	অপথে গৃহে প্রবেশ ।
২৯৫.	ধারা-৪৪৭	অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি ।
২৯৬.	ধারা-৪৪৮	অনধিকার গৃহে প্রবেশের শাস্তি ।
২৯৭.	ধারা-৪৫০	যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে অনধিকার গৃহে প্রবেশ ।
২৯৮.	ধারা-৪৫২	আঘাত, আক্রমন, অন্যায় নিয়ন্ত্রন আরোপের প্রস্তুতি গ্রহনার্থে অনধিকার গৃহে প্রবেশের শাস্তি ।
২৯৯.	ধারা-৪৫৪	কারাদন্ডে দন্ডনয়ি অপরাধ করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্গোপনে গৃহে অনধিকার প্রবেশ অথবা সিঁদ কাটিয়া গৃহে প্রবেশের শাস্তি ।
৩০০.	ধারা-৪৫৭	কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রাত্রে সঙ্গোপনে গৃহে অনধিকার প্রবেশ বা সিঁদ কাটিয়া গৃহে প্রবেশের শাস্তি । ।
৩০১.	ধারা-৪৬০	রাত্রে সঙ্গোপনে গৃহে অনধিকার প্রবেশ বা সিঁদ কাটিয়া গৃহে প্রবেশের সহিত সম্মিলিত ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কোন একজন কাহারো মৃত্যু বা মারাত্মক আঘাত দিলে সকলেই দন্ডনীয় হইবে ।
৩০২.	ধারা-৪৬১	অসাধুভাবে সম্পত্তি সম্বলিত আধার ভাঙ্গিয়া উন্মুক্ত করা ।
৩০৩.	ধারা-৪৬৩	জালিয়াতির সংজ্ঞা-
৩০৪.	ধারা-৪৬৫	জালিয়াতির শাস্তি ।
৩০৫.	ধারা-৪৬৬	আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিষ্টার ইত্যাদি জাল করন ।
৩০৬.	ধারা-৪৬৭	মূল্যবার জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরনের শাস্তি ।
৩০৭.	ধারা-৪৬৮	প্রতারনা করিবার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি ।
৩০৮.	ধারা-৪৬৯	মানহানির উদ্দেশ্যে জালিয়াতি-
৩০৯.	ধারা-৪৭০	জাল দলিল- সম্পূর্ন রূপে জালকৃত কিংবা আংশিকভাবে জালকৃত যে কোন মিথ্যা দলিলকে জাল দলিল বলা হয় ।
৩১০.	ধারা-৪৮৯(ক)	মুদ্রা-নোট সমূহ বা ব্যাংক-নোট সমূহ জাল করন ।
৩১১.	ধারা-৪৯৩	প্রতারনামূলকভাবে আইনানুগ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করিয়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী-স্ত্রী রূপে সহবাস ।
৩১২.	ধারা-৪৯৭	ব্যভিচারের সংজ্ঞা- যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত উক্ত অপর ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া যৌন সঙ্গম করে সে ব্যক্তি ব্যভিচার করেছে বলে গন্য হইবে ।

৩১৩.	ধারা-৪৯৮	কোন বিবাহিতা নারীকে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধকরন বা অপহরন অথবা আটক করনের শাস্তি
৩১৪.	ধারা-৪৯৯	মানহানির সংজ্ঞা- যদি কোন ব্যক্তি জেনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কোন ব্যক্তির নিন্দাকরে বা সুনাম নষ্ট করার জন্য কোন কার্য করে তবে সেই ব্যক্তি উক্ত অপর ব্যক্তির মানহানি করেছে বলে গন্য হবে।
৩১৫.	ধারা-৫০০	মানহানির শাস্তি।
৩১৬.	ধারা-৫০১	মানহানিকর বলিয়া পরিচিত বিষয় মুদ্রন বা খোদাই করন করার শাস্তি।
৩১৭.	ধারা-৫০২	মানহানিকর বিষয় সম্বলিত মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু বিক্রয় করার শাস্তি।
৩১৮.	ধারা-৫০৩	অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের সংজ্ঞা যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আতংকিত করার অভিপ্রায়ে কিংবা তার দেহ,সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার ভীতি প্রদর্শন করে কিংবা সে আইনত যে কাজ করিতে বাধ্য নয়, তা করতে বাধ্য করা বা যে কার্য করার আইনগত অধিকার আছে তা হইতে তাকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শন করে সেই ব্যক্তি অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন করেছে বলে গন্য হবে।
৩১৯.	ধারা-৫০৪	শান্তি ভংগের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান।
৩২০.	ধারা-৫০৬	অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি।
৩২১.	ধারা-৫০৭	বেনামী চিটিপত্রের মাধ্যমে অপরাধমূলক ভীতি প্রর্দশনের শাস্তি।
৩২২.	ধারা-৫০৮	কোন ব্যক্তিকে সেদেব আক্রশ কবলিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য প্ররোচিত করিয়া কোন কার্য সম্পাদন করা।
৩২৩.	ধারা-৫০৯	কোর নারীর শালীনতার অমর্যাদার অভিপ্রায়ে মন্তব্য, অঙ্গ ভঙ্গি বা কোন কার্য।
৩২৪.	ধারা-৫১০	প্রকাশ্যে মাতাল ব্যক্তি অশোভন আচরনের শাস্তি।
৩২৫.	ধারা-৫১১	যাবজ্জীবন বা কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগের শাস্তি।